ত্রসদস্যুঃ পৌরকুৎসো যোঽনরণ্যস্য দেহকৃৎ। হর্য্যশ্ব স্তৎসুত স্তস্মাৎ প্রারুণোঽথ ত্রিবন্ধনঃ ॥৪
তস্য সত্যব্রতঃ পুত্র স্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ। প্রাপ্তশ্চাণ্ডালতাং শাপাদ্‌গুরোঃ কৌশিকতেজসা ॥৫
সশরীরো গতঃ স্বর্গমদ্যাপি দিবি দৃশ্যতে। পাতিতোঽবাক্ শিরা দেবৈস্তেনৈব স্তম্ভিতো বলাৎ ॥৬॥
ত্রৈশঙ্কবো হরিশ্চন্দ্রো বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠয়োঃ। যন্নিমিত্তমভূদ্‌যুদ্ধং পক্ষিণোর্ব্বহু বার্ষিকং ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

দেহকৃৎ পিতা ত্রসদস্যোঃ সুতোঽনরণ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ত্রয়ঃ শঙ্কব ইব দুঃখ হেতবো দোষা যস্যাসৌ ত্রিশঙ্কুঃ। তদুক্তং হরিবংশে পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরোর্দ্দোগ্ধ্রী বধেনচ। অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রম ইতি পরিণীয়মান বিপ্রকন্যাহরণাৎ ক্রুদ্ধস্য গুরোঃ পিতুঃ শাপাৎ। কৌশিকস্য বিশ্বামিত্রস্য তেজসা প্রভাবেন ॥ ৫ ॥

তেনৈব কৌশিকেন ॥ ৬ ॥

পক্ষিণোঃ আড়ীবকয়োঃ সতোঃ। বিশ্বামিত্রো রাজসূয়দক্ষিণাচ্ছলেন হরিশ্চন্দ্রং সর্ব্বস্বমপহৃত্য যাতয়ামাস। তৎশ্রুত্বা কুপিতো বশিষ্ঠো বিশ্বামিত্র ত্বং আড়ীভবেতি শশাপ। সোঽপি ত্বং বকোভবেতি বশিষ্ঠং শশাপ তয়োশ্চ যুদ্ধ মভূদিতি প্রসিদ্ধং ॥৭

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ত্রতদস্যুরিতি অয়মপি মান্ধাতৃ সনামেত্যর্থঃ ॥ ৪ । ৫ । ৬ । ৭ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

দেহকৃৎ পিতা ত্রসদস্যোস্সুতোঽনরণ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ত্রয়ঃ শঙ্কব ইব দুঃখ হেতবোদোষা যস্য স ত্রিশঙ্কুঃ। তদুক্তং হরিবংশে পিতুশ্চাপরিতোষেণ গুরোর্দ্দোগ্ধ্রী বধেনচ। অপ্রোক্ষিতোপযোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রম ইতি। পরিণীয়মানবিপ্রকন্যাহরণাৎ ক্রুদ্ধস্য গুরোঃ পিতুঃ শাপাৎ। কৌশিকস্য বিশ্বামিত্রস্য তেজসা ॥ ৫ ॥ তেনৈব বিশ্বামিত্রেণৈব স্তম্ভিতোনাধঃ পপাত ॥ ৬ ॥

পক্ষিণোরিতি বিশ্বামিত্রো রাজসূয় দক্ষিণাচ্ছলেন হরিশ্চন্দ্রস্য সর্ব্বস্বমপজহার তচ্ছ্রুত্বা কুপিতোবশিষ্ঠো বিশ্বামিত্রং ত্বমাড়ী ভবেতি

সে যাহা হউক, পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু, তাহার তনয় অনরণ্য, তৎ সুত হর্য্যশ্ব, তাহা হইতে প্রারুণ জন্ম গ্রহণ করেন, তৎপুত্র ত্রিবন্ধন ॥ ৪ ॥

ত্রিবন্ধনের সন্তান সত্যব্রত যিনি ত্রিশঙ্কু অর্থাৎ পিতার অসন্তোষোৎপাদন, গুরুর দুগ্ধবতী ধেনু বধ করণ এবং অপ্রোক্ষিত মাংসসেবন,দুঃখ হেতু এই তিনটী দোষ থাকাতে ঐ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন তাহাতে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে বিশ্বামিত্র মুনির প্রভাবে ॥ ৫ ॥

সশরীরে স্বর্গ গমন করেন, অতএব অদ্যাবধি আকাশস্থ হইয়া আছেন, দেবতারা তাঁহাকে অবাক্ শিরা করিয়া স্বর্গ হইতে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, মহর্ষি বিশ্বমিত্র স্বীয় বলে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৬ ॥

সে যাহা হউক, ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র, যাঁহার নিমিত্ত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের পরস্পর শাপে পক্ষী অর্থাৎ আড়ী ও বক হইয়া বহু বৎসর যাবৎ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত বিষয়ের ইতিহাস এই। বিশ্বামিত্র মুনি রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়া তাহার দক্ষিণাচ্ছলে সর্ব্বস্ব অপহরণ পূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রকে যাতনা দেন, তৎশ্রবণে মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিশ্বামিত্র সন্নিধানে গিয়া এই শাপ দেন, অন্যায়াচরণ হেতু তুমি আড়ী পক্ষী হও, বিশ্বামিত্রও তুমি বক হও বলিয়া প্রতি শাপ দেন, পরে সেই আড়ী ও

সোঽনপত্যো বিষণ্ণাত্মা নারদস্যোপদেশতঃ। বরুণং শরণং যাতঃ পুত্রো মে জায়তাং প্রভো ॥
যদি বীরো মহারাজ তেনৈব ত্বাং যজে ইতি ॥ ৮ ॥
তথেতি বরুণেনাস্য পুত্রোজাতস্তু রোহিতঃ। জাতঃ সুতো হ্যনেনাঙ্গ মাং যজস্বেতি সোঽব্রবীৎ ॥৯॥
যদাপশু র্নির্দ্দশঃ স্যাদথমেধ্যো ভবেদিতি। নির্দ্দশেচ স আগত্য যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ ॥
দন্তাঃ পশোর্যজ্জায়েরন্নথ মেধ্যো ভবেদিতি। দন্তা জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

হরিশ্চন্দ্রো হ বৈধস ঐক্ষাকবো রাজা অপুত্র আস্তে ইত্যাদি শ্রুতে প্রসিদ্ধং হরিশ্চন্দ্রস্য চরিতমাহ সোঽনপত্য ইত্যাদিনা যাবৎ সমাপ্তি। কথং শরণং যাত স্তদাহ পুত্রো মে জায়তাং। যদি বীরঃ পুত্রোমে জায়েত তর্হি তেনৈব পুরুষ পশুনা ত্বাং যজে যজামীতি ভাষয়া ॥ ৮ ॥

তথেত্যুক্তবতা বরুণেন নিমিত্তেনাস্য রোহিতো নাম পুত্রোজাতঃ জাতে পুত্রে স বরুণো জাতঃ সুতো মামনেন যজস্বেত্যব্রবীৎ ॥ ৯ ॥

যদা পশু র্নির্দ্দশঃ নির্গত দশ দিবসঃ স্যাৎ ইত্যত্র স রাজা অব্রবীদিত্যনুষঙ্গঃ ॥ ১০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

শ্রীভগদ্দৈবতস্যৈব শ্রীভাগবত এব সমঞ্জসত্বং বোধয়িতুং হরিশ্চন্দ্রস্য চরিতমাহ। সোঽনপত্য ইত্যাদিনা। এবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ং। তত্র স ইতি যুগ্মকং ॥ ৮ । ৯ । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী ।

শশাপ। সোপি ত্বং বকোভবেতি শশাপ তত স্তয়োর্যুদ্ধমভূৎ ॥ ৭ ॥ স হরিশ্চন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

তথেতি বরং দদতা বরুণেন হেতুনা। ততশ্চ স বরুণঃ জাত ইত্যাদি অব্রবীৎ। ততশ্চ রাজা পুত্রস্নেহাৎ তং বঞ্চয়ন্ যদেত্যাদি অব্রবীৎ নির্দ্দশঃ নির্গতদশদিবসঃ স্যাৎ ॥ ৯ । ১০ ॥

বকের পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

ঐ হরিশ্চন্দ্র প্রথমে অনপত্য ছিলেন, পুত্রার্থ সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন। একদা দেবর্ষি নারদের উপদেশে জলাধিপতি বরুণের শরণাপন্ন হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে দেব ! আমার একটী পুত্র হউক, বর দিউন। প্রভো ! যদি আমার বীর তনয় উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ পশু দ্বারা আমি আপনকার যজ্ঞ করিব ॥ ৮ ॥

বরুণ তথাস্তু বলিলে তাঁহারই কারণে হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে একটী পুত্র জন্মিল। সন্তানোৎপত্তি হইলে বরুণ তন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন রাজন্ ! তোমার ত পুত্র জন্মিয়াছে অঙ্গীকারানুসারে এখন ইহার দ্বারা আমার যজ্ঞ কর ॥ ৯ ॥

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন হে দেব ! দশ দিন বয়ঃক্রম অতীত না হইলে পশুরা পূত ও যজ্ঞার্হ হয় না, দশ দিবস গত হউক যজ্ঞ করিব। দশ দিবস অতিক্রান্ত হইবামাত্র বরুণ পুনরায় আসিয়া বলিলেন রাজন্ ! যাগ কর,রাজা কহিলেন দন্ত জন্মিলেই পশু পবিত্র হয়। অনন্তর দন্ত জন্মিলে বরুণ আসিয়া কহিলেন রাজন্ ! তোমার পুত্রের দন্ত জন্মিয়াছে এখন যাগ কর। এতৎ শ্রবণে হরিশ্চন্দ্র কহিলেন ইহার এই দন্ত সকল যখন পতিত হইবে তখন এ পশু মেধ্য হইবে। কিয়দ্দিন পরে রোহিতের দন্ত নিপতিত হইল অতএব বরুণ হরিশ্চন্দ্র সন্নিধানে পুনরায় আগমন করিয়া কহিলেন রাজন্ ! পশুর দন্ত সকল পতিত হইয়াছে এখন আমার যাগ কর। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন দন্ত ভগ্ন হইয়া পুনশ্চ না জন্মিলে

যদা পতন্ত্যস্য দন্তা অথ মেধ্যো ভবেদিতি। পশোর্মে পতিতা দন্তা যজস্বেত্যাহ সোঽব্রবীৎ ॥
যদা পশোঃ পুনর্দন্তা জায়ন্তেঽথ পশুঃ শুচিঃ। পুনর্জাতা যজস্বেতি স প্রত্যাহাথ সোঽব্রবীৎ ॥১০॥
সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজন্যোঽথ পশুঃ শুচিঃ ॥ ১১ ॥
ইতি পুত্রানুরাগেণ স্নেহ যন্ত্রিত চেতসা। কালং বঞ্চয়তা তং তমুক্তোদেবস্তমৈক্ষত ॥ ১২ ॥
রোহিতস্তদভিজ্ঞায় পিতুঃ কর্ম্ম চিকীর্ষিতং। প্রাণপ্রেপ্সুর্ধনুষ্পাণিররণ্যং প্রত্যপদ্যত ॥ ১৩ ॥
পিতরং বরুণগ্রস্তং শ্রুত্বা জাতমহোদরং। রোহিতো গ্রামমেয়ায় তমিন্দ্রঃ প্রত্যষেধত ॥ ১৪ ॥
ভূমেঃ পর্য্যটনং পুণ্যং তীর্থক্ষেত্র নিষেবণৈঃ। রোহিতায়াদিশচ্ছক্রঃ সোঽপ্যরণ্যে বসৎ সমাং ॥১৫

শ্রীধরস্বামী।

রাজন্ হে বরুণ রাজন্যঃ পশুঃ যদা সান্নাহিকঃ কবচবন্ধার্হঃ সংগ্রামে সমর্থঃ অথ তদা শুচিঃ ॥ ১১ ॥
ইত্যেবং তং তং কালং বঞ্চয়তা রাজ্ঞা উক্তঃ প্রার্থিতো দেবো বরুণ স্তং তং কালং প্রত্যৈক্ষতেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥
চিকীর্ষিতং আত্মনা পশুনা বরুণযজনং ॥ ১৩ ॥
ততশ্চ কুপিতেন বরুণেন গ্রস্তং অতএব জাতং মহদুদরং যস্য তং পিতরং শ্রুত্বা ॥ ১৪ ॥
সমাং বৎসরং ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

রাজন্ হে বরুণ রাজন্যঃ পশুঃ সন্নাহিকঃ কবচবন্ধার্হঃ স্যাত্তদা শুচিঃ ॥ ১১ ॥
তং তং কালং বঞ্চয়তা উক্তঃ প্রার্থিতো বরুণ স্তং তং কালং প্রত্যৈক্ষতেত্যন্বয়ঃ ॥ ১২। ১৩। । ১৪ ॥
সমাং বর্ষং ॥ ১৫ ॥

পশু পূত হয় না। এ কথায় বরুণ স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং কিয়দ্দিন পরে পুনরায় আসিয়া বলিলেন তোমার তনয়ের দন্ত দ্বিতীয়বার জন্মিয়াছে এখন যজ্ঞ কর, ইহাতে হরিশ্চন্দ্র এই প্রতিবচন দিলেন ॥ ১০ ॥

হে বরুণদেব! ক্ষত্রিয় পশু যখন কবচ বন্ধনার্হ হয় তখন শুচি হইয়া থাকে। আমার পুত্র এখনও তদ্যোগ্য হয় নাই ॥ ১১ ॥

হে কৌরব্য! রাজা হরিশ্চন্দ্রের চিত্ত স্নেহে যন্ত্রিত হইয়াছিল, তিনি পুত্রানুরাগ বশতঃ ঐ প্রকারে অঙ্গীকৃত তত্তৎকাল ক্ষেপণ করত যে ২ কাল বলিতে থাকিলেন বরুণদেব সেই সেই কালেরই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

ইতিমধ্যে রোহিত পিতার অভিপ্রায় অর্থাৎ আপনাকে পশু করিয়া বরুণদেবের যাগ করণেচ্ছা অবগত হইলেন, অতএব তিনি প্রাণ রক্ষণ বাসনায় ধনুর্গ্রহণ পুরঃসর অরণ্য প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

ইহাতে বরুণের অতিশয় কোপ জন্মিল, ক্রুদ্ধ হইয়া হরিশ্চন্দ্রকে আক্রমণ করিলেন, সেই কারণে হরিশ্চন্দ্রের উদর অতি বৃহৎ হইল। অনন্তর রোহিত শুনিলেন পিতা বরুণ কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াছেন, অতএব গ্রামে প্রত্যাগমনের উদ্যম করিলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাঁহার নিকটে আসিয়া নিষেধ করিলেন ॥১৪॥

এবং কহিলেন তীর্থক্ষেত্র নিষেবণ পুরঃসর পৃথিবী পর্য্যটন অতিশয় পুণ্য জনক, তুমি তাহাই করহ। তাহাতে রোহিত সম্বৎসর কাল অরণ্যে বাস করিলেন ॥ ১৫ ॥

এবং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চতুর্থে পঞ্চমে তথা। অভ্যেত্যাভ্যেত্য স্থবিরো বিপ্রোভূত্বাহ বিত্রহা ॥
ষষ্ঠং সম্বৎসরং তত্র চরিত্বা রোহিতঃ পুরীং। উপব্রজন্নজীগর্ত্তাদক্রীণান্মধ্যমং সুতং ॥
শুনঃশেফং পশুং পিত্রে প্রদায় সমবন্দত ॥ ১৬ ॥
ততঃ পুরুষমেধেন হরিশ্চন্দ্রো মহাযশাঃ। মুক্তোদরোঽযজদ্দেবান্ বরুণাদীন্মহৎ কথঃ ॥ ১৭ ॥
বিশ্বামিত্রো ভবত্তস্মিন্ হোতা চাধ্বর্য্যুরাত্মবান্। যমদগ্নিরভূদ্ব্রহ্মা বশিষ্ঠোঽয়াস্যঃ সামগঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মৈ তুষ্টো দদাবিন্দ্রঃ শাতকৌম্ভময়ং রথং। শুনঃশেফস্য মাহাত্ম্যমুপরিষ্টাৎ প্রবক্ষ্যতে ॥ ১৯ ॥
সত্যং সারং ধৃতিং দৃষ্ট্বা সভার্য্যস্য স ভূপতেঃ। বিশ্বামিত্রো ভৃশং প্রীতো দদাববিহতাং গতিং ॥ ২০

শ্রীধরস্বামী।

দ্বিতীয়ে তৃতীয়েচ বর্ষে বৃত্রহা অভ্যেত্য তথৈব তং প্রতিষেধন্ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদাহ ॥ ১৬ ॥
বরুণেন মুক্তমুদরং যস্য। মহৎসু কথা যস্য সঃ ॥ ১৭ ॥
আত্মবান্ যমদগ্নি রধ্বর্য্যুরভূৎ অয়াস্যোমুনিঃ সামগ উদ্গাতাভূদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥
উপরিষ্টাৎ বিশ্বামিত্র সুতাখ্যানপ্রসঙ্গে ॥ ১৯ ॥
অবিহতাং গতিং জ্ঞানং ॥ ২০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তাদৃশস্য চাত্যন্তবৈদিককর্ম্মপরত্বং চেৎ কথং চিদ্ব্রহ্ম কৈবল্যমেব স্যাৎ। নতু ভগবৎ সম্বন্ধ ইত্যাহ। সত্যসার মিত্যাদি ॥ ২০। ২১। ২২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

এবং দ্বিতীয়েঽপি বর্ষে পুনঃ কৃপয়ৈবাগতং তং বৃত্রহা পুনঃ প্রাতিষেধন তথৈবাহ ॥ ১৬ ॥
মহৎসু কথা যস্য সঃ ॥ ১৭ ॥
অয়াস্যোমুনিঃ সামগ উদ্গাতাভূদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥
উপরিষ্টাৎ বিশ্বামিত্র সুতাখ্যান কথাপ্রসঙ্গে ॥ ১৯ ॥
গতিং জ্ঞানং ॥ ২০ ॥

এই রূপে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ তথা পঞ্চম বৎসরে যখন যখন রোহিত প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করেন সেই সেই সময়েই ইন্দ্র বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া ঐ প্রকার বলেন অতএব রোহিত ষষ্ঠ সম্বৎ সর পর্য্যন্ত অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তদনন্তর প্রত্যাগমন করত যখন পুরী সমীপে আসিলেন তখন অজী গর্ত্তের নিকট হইতে তদীয় মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং পিতাকে দিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ১৬ ॥

তদনন্তর মহাযশা মহাজন প্রসিদ্ধ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র নরমেধ দ্বারা বরুণাদি দেবতার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে বরুণ কর্ত্তৃক তদীয় উদর মোচিত হইল ॥ ১৭ ॥

সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা, যমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়াস্য মুনি উদ্গাতা হইয়াছিলেন ॥ ১৮

হে রাজন্! এই ব্যাপারে দেবরাজ ইন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণময় রথ প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! শুনঃশেফের মাহাত্ম্য পশ্চাৎ (বিশ্বমিত্রের সন্তানোপাখ্যান প্রসঙ্গে) বর্ণন করিব ॥ ১৯ ॥

হে পরীক্ষিৎ! সভার্য্য হরিশ্চন্দ্রের সত্য, সামর্থ্য এবং ধৈর্য্য অবলোকন করিয়া মহামুনি বিশ্বামিত্র সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন সেই কারণে তাঁহাকে অবিহতা গতি অর্থাৎ পরম জ্ঞান প্রদান করেন ॥ ২০

মনঃ পৃথিব্যাং তামদ্ভিস্তেজসাপোঽনিলেন তৎ। খে বায়ুং ধারয়ংস্তচ্চ ভূতাদৌ তং মহাত্মনি ॥২১॥
তস্মিন্ জ্ঞানকলাং ধ্যাত্বা তয়া জ্ঞানং বিনির্দ্দহন্। হিত্বা তাং স্বেন ভাবেন নির্ব্বাণ সুখ সংবিদা॥
অনির্দ্দেশ্যাপ্রতর্ক্যেণ তস্থৌ বিধ্বস্তবন্ধনঃ ॥ ২২ ॥

॥ *॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে হরিশচন্দ্রো-পাখ্যানং সপ্তমোধ্যায়ঃ ॥ *॥ ৭ ॥ *॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

শ্রীধরস্বামী।

তামেব গতিমাহ সার্দ্ধাভ্যাং। মনঃ পৃথিব্যাং ধারয়ন্ জ্ঞানকলাং ধ্যাত্বা তয়া অজ্ঞানং বিনির্দ্দহন্ তাঞ্চ হিত্বা মুক্তবন্ধন স্তস্থাবিত্যন্বয়ঃ। মনোমূলোহি সংসারঃ মনশ্চান্নময়ং অন্নময়ং হি সৌম্য মনইতি শ্রুতেঃ। অতোঽন্নশব্দবাচ্যায়াং পৃথিব্যাং মনোধারয়ন্নেকী কুর্ব্বন্। তাং পৃথিবীমদ্ভিরেকী কুর্ব্বন্ অপস্তেজসা তত্তেজোঽনিলেন তচ্চ খং ভূতাদৌ অহঙ্কারে তঞ্চ ভূতাদিমহঙ্কারং মহাত্মনি মহত্তত্ত্বে ॥ ২১ ॥

তস্মিন্ বিষয়াকারং ব্যাবর্ত্ত্য জ্ঞানকলাং জ্ঞানাংশমাত্মত্বেন ধ্যাত্বা। ত্বয়া ধ্যানবৃত্তি রূপয়া আত্মাবরকমজ্ঞানং বিনির্দ্দহন্ নির্ব্বাণ সুখ সংবিদা তাঞ্চ হিত্বা মুক্তবন্ধনঃ সন্ অনির্দ্দেশ্যেনাপ্রতর্কেণ স্বেন ভাবেন স্ব স্বরূপেণ তস্থৌ ॥ ২২ ॥

॥ * ॥ ইতি নবমে সপ্তমঃ ॥ * ॥

অষ্টমে রোহিতস্যোক্তো বংশো যত্রাভবন্নৃপঃ। সগরঃ কপিলাক্ষেপান্নির্দগ্ধা যস্য সূনবঃ ॥ ০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

গতিমেবাহ মন ইতি। অন্নময়ং হি সৌম্য মন ইতি শ্রুতের্মনসোঽনুবর্ত্তিত্বাদন্ন শব্দবাচ্যায়াং পৃথিব্যাং ধারয়ন্ তাং পৃথ্বীং অদ্ভিরপ্সু ধারয়ন্ তা আপ স্তেজসা তেজসি। তত্তেজ অনিলে তং বায়ুং খে। তচ্চ খং ভূতাদাবহঙ্কারে তঞ্চাহঙ্কারং মহাত্মনি মহত্তত্ত্বে, তস্মিন্ তঞ্চ মহান্তং জ্ঞান কলাং জ্ঞানকলায়াং বিদ্যায়াং ধ্যাত্বা তয়ৈব বিদ্যয়া অজ্ঞান মবিদ্যাং বিনির্দ্দহন্ তাং বিদ্যাঞ্চ হিত্বা স্বেন ভাবেন স্ব স্বরূপেণ তস্থৌ। কীদৃশেন নির্ব্বাণসুখস্য সম্পদ্যত্র তেন ॥ ২১। ২২ ॥

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। নবমে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

অষ্টমে সগরঃ সম্রাট্ তৎ পুত্রাঃ কপিলাগসা। দগ্ধা স্তস্য প্রসাদ্যাশ্বমংশুমানানয়ৎ পুরীং ॥ ০ ॥

অতএব ঐ রাজা অন্নময় মনকে অন্ন শব্দ বাচ্য পৃথিবীতে ধারণ অর্থাৎ পৃথিবীর সহিত একীকৃত করিয়া পরে সেই পৃথিবীকে জলের সহিত ঐক্য করিলেন তদনন্তর সেই জলকে তেজের সহিত একী-কৃত করিয়া সেই তেজকে বায়ুর সহ মিশ্রিত করিলেন। তাহার পর বায়ুকে আকাশে ধারণ করিয়া সেই আকাশকে অহঙ্কারে যোগ করিলেন। পশ্চাৎ সেই অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে মিলিত করত ॥ ২১ ॥

বিষয়াকার ব্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক জ্ঞানাংশকে আত্মরূপে ধ্যান করিয়া তাহার দ্বারা আত্মার আবরক অজ্ঞা-নকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। পরে নির্ব্বাণ সুখ সম্বিদ্ দ্বারা জ্ঞানাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্ত বন্ধন হইয়া অনির্দ্দেশ্য ও অপ্রতর্ক্য স্বরূপে অবহিত হইলেন ॥ ২২ ॥

॥ *॥ ইতি নবমে সপ্তম ॥ *॥

অষ্টমাধ্যায়ে রোহিত বংশ এবং কপিলদেবের আক্ষেপে সগর সন্তানদিগের বিনাশ বৃত্তান্ত ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন রোহিতের তনয় হরিত, ঐ হরিত হইতে চম্প উৎপন্ন হয়েন, যিনি চম্পাপুরী নির্ম্মাণ